বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন উদ্ভাবন ধারণা-০১

অর্থবছর-২০১৯-২০

অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন প্লাটফর্ম

১. **ধারণার শিরোনামঃ** অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন প্লাটফর্ম।

২. **ধারণার পরিচিতিঃ** পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংক, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতি মাসের কার্যক্রমের উপর পরবর্তী মাসে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেটে রিপোর্ট প্রেরণ করে। উক্ত রিপোর্ট সমূহ বিএসইসি সুপারভিশন কার্যক্রমে ব্যবহার করে থাকে।

ইতোপূর্বে এ সকল রিপোর্ট বিএসইসিতে পত্র (হার্ডকপি) আকারে প্রেরণ করা হতো। দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের আওতায় প্রাথমিকভাবে উক্ত রিপোর্টসমূহ ই-মেইলের মাধ্যমে বিএসইসিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী এপ্রিল, ২০১৮ ইং সময় থেকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ই-মেইলের মাধ্যমে বিএসইসিতে উক্ত রিপোর্ট সমূহ প্রেরণ করে আসছিল। ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করলে যে অসুবিধা ছিল তা হচ্ছে, প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারতো না, যে প্রেরিত রিপোর্টটি বিএসইসি পেয়েছে কিনা এবং প্রতিবেদনগুলো একত্রিত করে একটি সামষ্টিক রিপোর্ট তৈরী করতেও অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো। একটি অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে যদি মার্চেন্ট ব্যাংক, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকারদের মাসিক প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা তৈরী হয় তাহলে কমিশনের বাজার তদারকিতে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

৩. **উদ্দেশ্যঃ** রিপোর্ট প্রদান সহজ ও ডিজিটাল করা এবং এই রিপোর্ট বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সহজ করা যাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ বিএসইসিতে না এসে তাদের কার্যালয় থেকে এই রিপোর্ট দাখিল করতে পারে।

৪. **উপকারিতা ও সুফলঃ** অনলাইন সিস্টেমের উপকারিতা ও সুফল ব্যাপক। বিএসইসির সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা প্রতিমাসের ১-১০ তারিখের মধ্যে তাদের কার্যালয় বা দেশ-বিদেশের যে কোন স্থান থেকে সহজেই তাদের মাসিক রিপোর্ট দাখিল করতে পারবেন। রিপোর্ট দাখিলের সাথে সাথে তারা সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র লাভ করার সুযোগ থাকবে। এতদুদ্দেশ্যে সময় ও অর্থ ব্যয় দুইটিই সাশ্রয় হবে। দাখিলকৃত রিপোর্টে কোন মাসের নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত স্টেকহোল্ডারগণ সংশোধনও করতে পারবেন।

তাছাড়া, কোন প্রতিষ্ঠান সময়মত রিপোর্ট প্রদান না করলে এই সিস্টেম থেকে তাদেরকে ই-মেইল প্রেরণের মাধ্যমে তাগাদা প্রদান সহজ হবে। যেহেতু কোন কাগজের চিঠি পাঠাতে হবে না তাই বিএসইসির এই কার্যক্রমে সময় ও ব্যয় দুটিই কমে আসবে।

উক্ত সুবিধা ছাড়াও একক এবং সামষ্টিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থা এই সিস্টেমে থাকবে, তাই প্রতিষ্ঠান সমূহের সুপারভিশন প্রক্রিয়া আরো বেগবান হবে। প্রেরিত তথ্যে কোন সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয় থাকলে এই সিস্টেমটি এলার্ট প্রদান করবে, তখন কোন বিশ্লেষণ ছাড়াই উক্ত আইন ভঙ্গের বিষয়টি নজরে এনে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হবে।

৫. **বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যয়ঃ** যেহেতু বিএসইসির নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে এই সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে তাই এর বাস্তবায়ন ব্যয় হবে নগন্য।

৬. **বাস্তবায়ন সময়কালঃ** ধারণাটি পাইলটিং শেষ হবে ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে। ফেব্রুয়ারী, ২০২০ এর মধ্যে ধারণাটি পরিপূর্ণভাবে সকল বিনিয়োগকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

৭. **সুবিধাভোগীর ব্যয়ঃ** এই সিস্টেম ব্যবহার করতে সুবিধাভোগীদের কোন ব্যয় করতে হবে না। তবে এই সেবা ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা প্রয়োজন হবে।

৮. **সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ** যে কোন অনলাইন ব্যবস্থার মত এই সিস্টেমটিও সাইবার ঝুঁকি মুক্ত নয়। অননুমোদিত কেউ যাতে এই ব্যবস্থা ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আলোচ্য সিস্টেমে ব্যবহারকারীদের জন্য One Time Password (OTP) বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা বিএসইসির রয়েছে।

৯. **বিবিধঃ** বিএসইসি ও ব্যবহারকারীদের এই সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ সুফল পেতে হলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ থাকা প্রয়োজন। বিএসইসি ইতোমধ্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।